স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতি

Health and Safety Policy

উদ্দেশ্যঃ

নিরবিচ্ছিন্নভাবে কারখানায় উৎপাদন নিশ্চিত করণের জন্য কারখানায় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্ত নীতিমালা প্রনয়ন করা হয় ।

পরিধিঃ

বঙ্গ বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস লিমিটেড, অলিপুর, শায়েস্তাগঞ্জ,হবিগঞ্জ- এর সকল বিভাগ/ শাখার জন্য এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

দায়িত্বঃ

দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট এইচআর, কমপ্লায়েন্স কর্মকর্তা ও প্রশাসন বিভাগে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ।

বিবরণঃ

১। নিরাপত্তামূলক সতর্কতাঃ

মেশিন ও সকল যন্ত্রপাতিসমুহ নিরাপদ ও সতর্কভাবে স্থাপন করিতে হইবে।

২। নির্মান কাজঃ

কারখানার দালান, দেয়াল, সিঁড়ি, মেঝে অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী নির্মান করিতে হইবে।

৩। যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশঃ

ক. মেশিনে বৈদ্যুতিক সরবরাহ লাইনে দৈহিক বিপদের ঝুকির যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করিতে হইবে।

খ. কারখানায় কোন ঝুকিপূর্ন যন্ত্রপাতি স্থাপন করা যাইবে না যাহাতে কর্মীর দৈহিক বিপদের ঝুকির কারন আছে।

৪। মালামাল সংরক্ষনঃ

প্রচলিত নিয়ানুসারে গুদামে মালামাল সংরক্ষন করিতে হইবে, যাহাতে বাধাহীন ভাবে চলাচল করা যায়। এই জন্য প্রত্যেক গুদামের মাঝখানে ৩-৪ ফিট দুরত্ব রক্ষা করিতে হইবে, যাহাতে দৈহিক জখমের ঝুকির কারন না ঘটে।

৬। অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতিঃ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগের নিয়মানুসারে যথেষ্ট পরিমান অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি কারখানায় বিদ্যমান থাকিতে হইবে এবং তাহাদের পরামর্শক্রমেই অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি স্থাপন করিতে হইবে।

৭। চোখের নিরাপত্তাঃ

ধাতব বস্তু কাটা, ধার বা সমৃন করা ইত্যাদি কাজে নিরাপত্তার কার্যকর হ্যান্ড গ্লোভস এবং গগলস ব্যবহার করিতে হইবে।

৮। অগ্নি কান্ডের ক্ষেত্রে পালনীয় ঃ

কারখানার মেঝে ও দেয়ালে **"বাহির"** (Exit) চিহ্নিত তীরচিহ্ন এবং দেয়ালে বহির্গমন নকশা দিতে হইবে। কারখানার উভয় দিকে বিদ্যমান রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়ার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। ইহার ব্যবহার নিশ্চিত করিতে সকলের অংশ গ্রহনে প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার অগ্নিমহড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং তার বিস্তারিত রেকর্ড সংরক্ষন করিতে হইবে। অগ্নি নির্বাপক যন্ড়পাতি দৈনিক চেক করিয়া চেক লিষ্টে সই করিতে হইবে।

৯। ধুমপান ঃ

কারখানায় ধুমপান ব্যবহার সম্পুর্ন নিষিদ্ধ করিতে হইবে। কারখানায় প্রবেশ করার পূর্বে দরজায় কর্মীদের নিকট হইতে ম্যাচ, বিড়ি, সিগারেট ইত্যাদি (যদি থাকে) সংগ্রহ করিয়া অফিসে জমা দিত হইবে।

১০। আগুন লাগিলে করনীয়

ক) আগুন দেখা মাত্র **"বিপদ ঘন্টা" (Emergency Alarm)** বাজাইতে হবে।

খ) ইলেক্ট্রিক মেইন সুইচ বন্ধ করিতে হইবে।

গ) মাইকিং করিয়া সকল শ্রমিক কর্মচারীগনকে আগুন লাগার স্থান কলিতে হইবে এবং সতর্কতার সহিত বাহির হওয়ার জন্য পথ নির্দেশনা এবং করনীয় আদেশ উপদেশ প্রদান করিতে হইবে।

ঘ) দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য সতর্কতার সহিত প্রথমে গর্ভবতী মহিলা, মহিলা কর্মী ও পর্যায়ক্রমে অন্যান্যদের বাহির হওয়ার ব্যবস্থা গ্রহন করিতে হইবে। সাথে সাথে যাহারা অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করিয়া আগুন নিভাইবে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনিবে, তাহাদেরকে তাহাদের সংশিণ্টষ্ট দায়িত্ব পালন করিতে হইবে।

ঙ) শ্রমিক কর্মচারীগনকে বাহির হওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য নিয়োজিত ব্যক্তিরা নিজ নিজ কর্তব্য স্থানের প্রতিটি স্থান এমনকি টয়লেটসহ পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যে কোন লোক আটকা পড়িয়া আছে কিনা।

চ) যাহারা অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করিবে তাহারা অবশ্যই মুখোশ ব্যবহার করিবে।

ছ) যাহাতে কোন প্রকার ভয়-ভীতি বা ধৌড়াদৌড়ি শুরু না হয় সেদিকে খেয়াল রাখিতে হইবে

১১। আগুন লাগিলে করনীয়

ক) আগুন দেখা মাত্র **"বিপদ ঘন্টা" (Emergency Alarm)** বাজাইতে হবে।

খ) ইলেক্ট্রিক মেইন সুইচ বন্ধ করিতে হইবে।

গ) মাইকিং করিয়া সকল শ্রমিক কর্মচারীগনকে আগুন লাগার স্থান কলিতে হইবে এবং সতর্কতার সহিত বাহির হওয়ার জন্য পথ নির্দেশনা এবং করনীয় আদেশ উপদেশ প্রদান করিতে হইবে।

কর্মরত প্রত্যেক শ্রমিক কর্মচারীকে উপরোক্ত বিষয়ে প্রশিক্ষন দিতে হইবে স্থানীয় দমকল বাহিনী এবং থানা (পুলিশ ষ্টেশন) কে সংবাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সূত্রঃ

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধনী- ২০১৩, ২০১৮) ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ (সংশোধনী- ২০২২)।

উপসংহারঃ

বঙ্গ বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস লিমিটেড উপোরোক্ত নীতি অনুযায়ী অত্র কারখানায় স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিষয়ক নীতিমালা মেনে চলবে। প্রয়োজন সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ শ্রম আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উক্ত নীতির পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করতে পারবে। সেক্ষেত্রে সংশোধিত নীতি বাংলাদেশ কল-কারখানা অধিদপ্তর এ অবহিত করে অনুমোদন গ্রহন করতে হবে।